দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ : 15 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫

জবির তিব্বত হলের মালিকানা

হাজী সেলিম-ছাত্রলীগ পাল্টাপাল্টি চ্যালেঞ্জ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখলে থাকা তিব্বত হলের দখল নিয়ে পাল্টাপাল্টি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হাজী মোহাম্মদ সেলিম ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। হাজী সেলিম ঐ সম্পত্তিকে তার নিজের দাবি করে বলেন, যদি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঐ সম্পত্তির মালিকানার পক্ষে কোনো দালিলিক প্রমাণ দেখাতে পারে তাহলে এ সম্পত্তির দাবি পরিত্যাগ করবো। অন্যদিকে ছাত্রলীগ বলেছে, তিব্বত হল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ সম্পত্তি। হাজী সেলিম সন্ত্রাসীদের দিয়ে এ ছাত্রাবাসটি দখল করে নেন। যে কোন মূল্যে এটি পুনরুদ্ধার করা হবে।

গতকাল শুক্রবার বিকালে রাজধানীর গুলশান আরা সিটিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে হাজী মোহাম্মদ সেলিম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি ঐ সম্পত্তির মালিকানার পক্ষে দলিল, রেকর্ড, পরচা, পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাসের বিল, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি উপস্থাপন করতে পারেন, তাহলে এ সম্পত্তিতে আমার কোন দাবি থাকবে না। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ গুলশান আরা সিটির সম্পত্তি নিয়ে যে অভিযোগ এনেছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও কল্পনাপ্রসূত উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাজনৈতিকভাবে হেয় করার জন্যই আমার বিরুদ্ধে হল দখলের মতো অভিযোগ আনা হয়েছে।

তিনি বলেন, সম্পত্তিটি কখনো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানাধীন ছিল না। সম্পত্তিটি মৌলভি খাজা আবদুল্লাহ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের। ২০০২ সালে মদিনা ডেভেলপমেন্টস লিমিটেডের সঙ্গে ঐ ট্রাস্টের বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ চুক্তি হওয়ার পর এখানে মার্কেট নির্মিত হয়েছে। এছাড়া ১৯৮৫ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ স্বাক্ষরিত একটি পত্রেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ৮ নম্বর কুমারটুলিতে অর্থাৎ গুলশান আরা সিটি মার্কেটের জায়গায় জগন্নাথ কলেজের (বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়) কোনো হল নেই বলে উল্লেখ রয়েছে।

তিনি বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও আমাকে বলেছেন, এই সম্পত্তির বিষয়ে তাদের কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই। এমনকি সরকারি নথিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে নয়টি হলের নামের উল্লেখ আছে, সেখানেও তিব্বত হলের কোনো নাম নেই। আর দুই নম্বর জমিতে আমি কেন এত বড় মার্কেট নির্মাণ করতে যাব? শুধু সংসদে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়ার কারণেই তার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এ ব্যাপারে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি শরিফুল ইসলাম বলেন, তিব্বত হল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ সম্পত্তি। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন তিব্বত ছাত্রাবাসের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের সংঘর্ষ হয়। তখন কিছুদিন ওই ছাত্রাবাস ফাঁকা ছিল। এই সুযোগে তৎকালীন বিএনপি সমর্থিত ওয়ার্ড কমিশনার হাজী মোহাম্মদ সেলিম সন্ত্রাসীদের নিয়ে ছাত্রাবাসটি দখল করে নেন। তিনি বলেন, বৈধ কাগজপত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে চিঠি ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে। শিগগিরই প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেয়া হবে। প্রয়োজনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে তিব্বত হলে অবস্থান নেয়া হবে।